‘ভিডিওর আগ্রাসনের সঙ্গে শিশুগ্রন্থের তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে’ — আলী ইমাম

আমাদের অবহেলিত শিশু সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য লেখক আলী ইমাম। শিশু সাহিত্য ও শিশু সংগঠনের সঙ্গে আশৈশব সংশ্লিষ্ট এই ব্যক্তি তার আচার-আচরণে শিশুময়তা লালন করে থাকেন। দেশের বিশিষ্ট সকল পত্র-পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস-ফিচার-প্রবন্ধ-ছড়া-জীবনী-আলোচনা লিখেছেন প্রচুর। বর্তমানে আলী ইমামের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় দেড়শোর মতো। সকল গ্রন্থই তার একেবারেই নিরেট শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত। স্বপ্নময়, কোমল, অনাস্বাদিত এক গদ্যভঙ্গি তার রচনাকে সহজ ও গতিময় করে তোলে। অপু-দুর্গার বিমুগ্ধ নেত্রপাত এবং প্রকৃতির অবারিত রহস্যময়তার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে আলী ইমাম আমাদের শিশুসাহিত্যকে দিয়েছেন নবতর মাত্রা। পেশাগত জীবনে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্বাহী। সুসংগঠক এবং সুবক্তা আলী ইমামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তিতিরমুখীর চৈতা, বনকুসুমপুর রহস্য, দ্বীপের নাম মধুবুনিয়া, অপারেশন কাঁকনপুর, নীলডুংরির আতঙ্ক, খেয়ালখুশির রাজা, ফোটে কত ফুল, প্রবালদ্বীপের আতঙ্ক, জীবনের জন্য ইত্যাদি তার সুখ্যাত কিশোর গ্রন্থ।

সুললিত গদ্যে দরদি মাধুর্যে মিষ্টি-মধুর তার রচনাসমূহ। ছোটদের কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু জগৎকে তিনি বিজ্ঞানমনস্কতায় উদ্ভাসিত করে তোলেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায় তিনি সহজাত প্রতিভার অধিকারী। যে কোনো কঠিন বিষয়কে তিনি স্বচ্ছন্দ ভাষায় উপস্থাপন করতে পারেন।

অতিসম্প্রতি আলী ইমাম শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখ্য, বহুদিন বাদে বাংলা একাডেমী সম্পূর্ণত একজন শিশুসাহিত্যিককে পুরস্কার দিলেন। শিশুসাহিত্য বিষয়ে তার সাম্প্রতিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিশুসাহিত্যিক **আমীরুল ইসলাম**

সাপ্তাহিক ২০০০: আপনি প্রায় ৩৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিশুসাহিত্য চর্চা করেছেন। ছোটদের জগতের বাইরে প্রায় কিছুই লেখেননি আপনি। কেন?

আলী ইমাম : আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে, আমাদের দেশের লেখকরা শিশুদের জন্য লিখতে ততোটা আগ্রহী নয়। যেন শিশুসাহিত্যিক তক্‌মাটি এঁটে গেলেই তাদের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে। কিংবা তারা যথার্থভাবে মূল্যায়িত হবেন না– এমন আশঙ্কা কাজ করে। ফলে প্রথম থেকেই আমি এই অবহেলিত শাখাটির প্রতি শ্রম দিতে তুমুলভাবে আগ্রহী হলাম। লীলা মজুমদারের একটি উক্তি আমাকে তখন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত এবং উদ্দীপিত করে। তিনি বলেছিলেন–পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তা আমি ছোটদের জানাতে চাই বলেই ওদের জন্য লিখি।

আমিও ভাবলাম রূপকথার তুলতুলে জগৎ কিংবা ছড়ার ঘুমপাড়ানি সুরের মধ্যেই শিশুসাহিত্য কেন সীমাবদ্ধ থাকবে? জীবনের জটিলতা, অবহেলিত পোড়খাওয়া মানুষের উপাখ্যান, আমাদের দেশের বিভিন্ন অপরূপ নিসর্গ, গণআন্দোলন, সংগ্রাম, বেঁচে থাকার লড়াই– সবকিছুই শিশুসাহিত্যের উপাদান হতে পারে, যদি তাতে কমিটমেন্ট থাকে।

২০০০ : কম্পিউটার, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রযুক্তির সঙ্গে আগামী দিনে ছোটদের বই কিভাবে লড়াই করবে?

আলী ইমাম : এক যুগ আগে জাপানে ACCU আয়োজিত এই বিষয়ে একটি সেমিনারে অংশ নিতে আমি জাপানে গিয়েছিলাম। সেখানে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল কিভাবে এই প্রযুক্তিগুলো তাদের আকর্ষণীক্ষমতা দেখিয়ে শিশুদের ক্রমাগত পাঠবিমুখ, গ্রন্থবিমুখ করে ফেলেছে। সেমিনারে সমস্যাটির কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই সমস্যাটি তীব্র হচ্ছে। উন্মুক্ত আকাশ

সংস্কৃতির আগ্রাসনের কারণে আর ডিশ কালচারের জন্য শিশুরা যত প্রবলভাবে টিভি সেটের সামনে গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে ততোটা তারা গ্রন্থপাঠের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে না। এর ফলে এক ধরনের ওপর চালাকী সম্পন্ন তথাকথিত স্মার্ট একটি প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে যারা জীবনের গভীরতাকে অনুধাবন করতে পারছে না।

আমি এ কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, একমাত্র গ্রন্থপাঠের মাধ্যমেই এই মানবিক মূলবোধ, স্বচ্ছ জীবনবোধ অনুভব করা সম্ভব। আমরা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি বটে তবে আমরা হতাশ নই। গ্রন্থ আমাদের নতুন চিন্তা, নতুন বিকাশ সৃষ্টি করতে পারে। Visual media-এর সে ক্ষমতা কি আছে? আগামী দিনগুলোতে এর পরিবর্তন হতে পারে। আশা আর স্বপ্ন ছাড়া তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

২০০০ : ছোটদের বই নান্দনিক ও রূপময় হতে হয়। বিদেশী প্রকাশনা-মানের সঙ্গে আমাদের প্রকাশনা-মানের ব্যাপক

পার্থক্য। এ থেকে উত্তরণের উপায় কি?

আলী ইমাম : ১৩ কোটি লোকের দেশে ছোটদের জন্য ১ হাজার স্বপ্ন জাগানিয়া বই বিক্রি হতে ১ বছর লাগে। সেখানে ছোটদের বই নিয়ে আর কি বলি–

২০০০ : কথাটা খুব সুন্দর বলেছেন। তবুও –

আলী ইমাম : হ্যাঁ– আমাদের দেশে শিশুগ্রন্থের ক্ষেত্রে বুক ডিজাইনের ধারণাটি চালু করেন শিল্পী হাশেম খান। যেমন উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বইঘর প্রকাশিত 'ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ' বইটি। সেটি জার্মানের লিপজিগে গ্রন্থসৌকর্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। গ্রন্থ সৌকর্য ব্যাপারটি অত্যন্ত অবহেলিত আমাদের শিশু-প্রকাশনা ক্ষেত্রে। যেনতেন প্রকারে বই ছাপা হচ্ছে। টাইপ নিয়ে গবেষণা নেই। পেজ-মেকআপ নিয়ে গবেষণা নেই। ইলাস্ট্রেশন নিয়ে নান্দনিক পরিকল্পনা নেই। অথচ পাশাপাশি ওয়েব পেজ তৈরিতে চলছে ব্যাপক শ্রম। আমাদের গ্রন্থ প্রকাশনা শৈশবকাল অতিক্রম করতে পারেনি। সুষ্ঠু এবং সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নেই। ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ নেই। বই হবে পণ্য। আমি তো স্বপ্ন দেখি– ফাস্টফুডের দোকানে সার দেয়া থাকবে বই। আর্চি বা হলমার্ক এদেশে কার্ডের বিপ্লব করে ফেললো। বই কি এরকম পারে না? আধুনিক বুক শপ প্রয়োজন। শপিং কমপ্লেক্সে বইয়ের কোনো দোকান নেই। খাবার দোকানের পাশে মনের খাবার, মনের পুষ্টির জন্য বই থাকবে।

২০০০ : জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পরিমাণ আপনার অনেক। এসব লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব কতোটুকু? সৃজনশীলতাই বা কি? ইদানীং জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক বই বেশি বেশি লিখছেন কেন?

আলী ইমাম : আমার কিশোরকালে দুটি বই আমাকে খুব আলোড়িত করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন বই, অন্যটি বিমল ঘোষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভান্ডার। আমি দেখলাম, তারা অত্যন্ত সৃজনশীল ও মৌলিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানভান্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিশুদের জন্য উপস্থাপন করেছেন।

'আমরা বিজ্ঞানমনস্ক নই। এখনও এদেশে এলেম দিয়ে চোর ধরা হয়। সেই জাতির কাছে সায়েন্স ফিকশনের গ্রহণযোগ্যতা কোথায়? পুরো ব্যাপারটিই আরোপিত এবং ধার করা। কিংবা বলা যেতে পারে সায়েন্স ফিকশনের নামে আধুনিক রূপকথা লেখা হচ্ছে'

এসব বই আমাদের কৌতূহলী ও আগ্রহী করে তোলে। সমুদ্রের অতল থেকে দূর নিঃসীম মহাকাশের প্রান্ত সবখানেই জানার আছে অনেক কিছু। সেই বিশ্বাস ও চেতনায় আমি এই ধারার লেখা অবিরাম লিখেছি, লিখছি।

২০০০ : শিশু সাহিত্য নিয়ে আপনার স্বপ্ন কি?

আলী ইমাম : আম আঁটির ভেঁপুর কিশোর নায়ক অপু যে রকম চারপাশের নিসর্গ দেখে বিস্মিত হয়, অবাক বিস্ময়ে বলে বাহ্– সেই মুগ্ধতা যেন আমাদের শিশু পাঠকদের মাঝে সঞ্চারিত হয়– এটাই আমার স্বপ্ন। কোনো দুঃখবোধ নয়, কেবল বেঁচে আছি এটাই আনন্দ। ছোটদের বোঝাতে চাই– যে জীবন দোয়েলের, ফড়িঙের তার সঙ্গে হয় নাই দেখা। যদি আমরা সেটা দেখতে পারি তবেই সার্থকতা।

২০০০ : আলী ইমাম ভাই, আপনার বস্তুগত কোনো স্বপ্নের কথা জানতে চাচ্ছি–

আলী ইমাম : আমি দীর্ঘদিন ধরে ১টি স্বপ্নকে লালন করে চলেছি। সেটি হচ্ছে, ছোটদের জন্য ১টি আনন্দময় দৈনিক পত্রিকা যদি প্রকাশ করা যেত! কলকাতা থেকে পঞ্চাশের দশকের কৃতীমান লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র একবার ছোটদের দৈনিক প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের এখানে সাপ্তাহিক কিশোর বাংলাকে ঘিরে একদা সে কী উন্মাদনা ছিল আমাদের!

সবমিলিয়ে স্বপ্নটা হচ্ছে আমীরুল, ছোটদের জন্য প্রতিভোরে রঙিন প্রজাপতির মতো একটি পত্রিকা প্রকাশ। আহা, কবে যে স্বপ্নটা সত্যি হবে! পঞ্চাশ পেরুনো আলী ইমাম এখনও সেই স্বপ্ন দ্যাখে!

২০০০ : ইদানীং শিশুসাহিত্যের ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি এসবে ভরে যাচ্ছে বাজার। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

আলী ইমাম : আমরা বিজ্ঞানমনস্ক নই। এখনও এদেশে এলেম দিয়ে চোর ধরা হয়। সেই জাতির কাছে সায়েন্স ফিকশনের গ্রহণযোগ্যতা কোথায়? পুরো ব্যাপারটিই আরোপিত এবং ধার করা। কিংবা বলা যেতে পারে সায়েন্স ফিকশনের নামে আধুনিক রূপকথা লেখা হচ্ছে। আর লোকগল্প, পুরাণ কাহিনী এসবের চাহিদা চিরকাল আছে। আমাদের সায়েন্স ফিকশন সেই লোকগল্পেরই ধারার অনুসারী।

২০০০ : শিশুসাহিত্য চর্চায় আপনারা মূল লক্ষ্য কী?

আলী ইমাম : আমাদের দেশে দুজন শিশুসাহিত্যিকের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধাশীল। একজন কবি হাবীবুর রহমান, অন্যজন সদ্য প্রয়াত আতোয়ার রহমান। কী আবেগ আর প্রচণ্ড মমতা নিয়েই না তারা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনার কলম ধরেছিলেন। তাদের লেখার প্রবহমানতায় এখনো ভেসে যাই। আমি দুজনকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি আমার অক্ষম লেখনীতে আজীবন তাদের ধারাই অনুসরণ করে যেতে যাই।

২০০০ : আপনার কোনো দুঃখবোধ...

আলী ইমাম : আমাদের ছেলেরা বুড়ো আংলা পড়লো না। জানলো না বুনো হাঁসের সঙ্গী কেমন করে হতে হয়। আমাদের ছেলেরা পাখিদের চিনলো না ঠিকমত। জানল না, শেষ শরতের বাতাস কতোটা মায়াবী। নিঝুম দুপুরে ঘুঘুর ডাক শুনল না ফ্ল্যাটবাড়ির ছেলেরা। পুকুরপাড়ে নুয়ে থাকা হিজলের ছায়া দেখল না। ঘাসফড়িং-এর অবাধ ওড়াউড়ি দেখল না।

সত্যি আমীরুল, হিপোক্রেসি করছি আমরা! এ সবই আমার দুঃখ!